তারিখ: ২৪শে সফর ১৪৪৮ হিজরী
মোতাবেক ৭ই আগস্ট ২০২৬ ঈসায়ী

বিষয়: আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইবাদত

عِبَادَةُ الشُّكْرِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ، أَدَّى الأَمَانَةَ، وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيرًا؛ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: ١٠٢].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নফসের মন্দভাব এবং আমাদের অপকর্মের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

"আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে বিভ্রান্ত করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা, রাসূল, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মনোনীত ব্যক্তিত্ব এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আমানত পৌঁছে দিয়েছেন, পেয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পথে প্রকৃত জিহাদ করেছেন, যে পর্যন্ত না তাঁর কাছে মৃত্যু (ইয়াকিন) এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিগণের ওপর অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

➤ কুরআনের মাধ্যমে তাকওয়ার আহ্বান:

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথোচিত ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

➤ সত্য বাণী ও বিদআতের ব্যাপারে সতর্কবার্তা:

অতঃপর, নিশ্চয়ই সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম পথ নির্দেশ হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেদায়েত। আর দ্বীনের ব্যাপারে সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের নামে)

নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণতিই জাহান্নাম।

✵ **ইবাদতের জগতে শুকরিয়ার মহান মর্যাদা**

➤ **শুকর আদায়ের গুরুত্ব:**

হে আল্লাহর বান্দাগণ! শুকরিয়া আদায় বান্দেগির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মহা মাধ্যম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর অনুগত শ্রেষ্ঠ বান্দাদের এই প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছেন।

✵ **নবীগণের জীবনে শুকর আদায়ের দৃষ্টান্ত**

➤ **হযরত নূহ** (আলাইহিস সালাম):

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর নবী নূহ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন:

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا- الإسراء: ٣

নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা। (সূরা আল-ইসরা: ৩)

➤ **হযরত ইবরাহীম** (আলাইহিস সালাম):

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর খলিল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [النحل: ١٢٠، ١٢١]

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক পূর্ণাঙ্গ উম্মত (একাই এক উম্মতের সমকক্ষ), আল্লাহর অনুগত ও একনিষ্ঠ এক আল্লাহমুখী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহর নেয়ামতসমূহের পরম কৃতজ্ঞ প্রকাশকারী; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। (সূরা আন-নহল: ১২০-১২১)

➤ **হযরত সুলাইমান** (আলাইহিস সালাম):

আর আল্লাহর নবী সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁর ওপর আল্লাহর ক্রমাগত নিয়ামতের বারিপাত দেখতে পেলেন, তখন বললেন:

وَلَمَّا رَأَى نَبِيُّ اللهِ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِ تَتْرَى: قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ [النمل: ٤٠]،

এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাকি অকৃতজ্ঞ হই! আর যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো নিজের কল্যাণার্থেই তা করে, আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার জেনে রাখা উচিত) নিশ্চয়ই আমার রব মহা ধনবান, পরম দাতা। (সূরা নামল: ৪০)

✲ **আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতা**

➤ মুগীরা ইবনে শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সময় ধরে নামায আদায় করলেন যে, তার পা দুটি ফুলে উঠল। তাকে বলা হল, আপনি এতো কষ্ট করছেন, অথচ আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে! তিনি বললেনঃ আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না। (বুখারী: ১১৩০, মুসলিম: ২৮১৯, তিরমিযী: ৪১২, নাসাঈ: ১৬৪৪)

✲ **কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞের শ্রেণীবিন্যাস**

➤ **মানুষের দুটি দল:**

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা মানুষকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন–কৃতজ্ঞ (শাকুর) এবং অকৃতজ্ঞ (কাফুর)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا الإنسان: ٣

আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা আল-ইনসান: ৩)

➤ **কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা স্বল্পতা:**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা খুবই কম।
মহা সম্মানিত প্রভূ বলেন:

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ [سبأ: ١٣]،

আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যকই পরম কৃতজ্ঞ। (সূরা সাবা: ১৩)

✵ গাফিল ও সফল বান্দার পরিচয়

➤ অধিকাংশ মানুষের উদাসীনতা:

মানুষ প্রতিনিয়ত আল্লাহর অসংখ্য দৃশ্য ও অদৃশ্য নিয়ামতে ডুবে থেকেও খুব কমই কৃতজ্ঞতা জানায় বা তাঁকে স্মরণ করে। কিন্তু নিয়ামত হারিয়ে যখন বিপদ ও শাস্তি নেমে আসে, তখন তাদের ভুল ভাঙে। দুর্ভাগ্যবশত, সেই শেষ মুহূর্তের অনুশোচনা আর কোনো কাজে আসে না।

➤ সফল ও তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দার বৈশিষ্ট্য:

সৌভাগ্যবান ও পবিত্র বান্দা তিনি, যিনি সবসময় আল্লাহর নিয়ামত অনুভব করেন। এর ফলে তাঁর অন্তর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ থাকে, জবান রবের জিকিরে মশগুল থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর অনুগত হয়ে তাঁর হুকুম পালন করে।

✵ অপরিসীম নেয়ামত ও বিজ্ঞজনের উক্তি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ [إبراهيم: ٣٤]،

আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সেসবের সবকিছুই, যা তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছ। যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও, তবে তা কখনো গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত জালেম, চরম অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম: ৩৪)

➤ তালক ইবনে হাবিব (রহঃ)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি: তিনি বলেছেন

إِنَّ حَقَّ اللهِ أَثْقَلُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهِ الْعِبَادُ، وَإِنَّ نِعَمَ اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيَهَا الْعِبَادُ، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَائِبِينَ، وَأَمْسُوا تَائِبِينَ

আল্লাহর অপরিসীম নিয়ামতের শুকরিয়া এবং তাঁর প্রাপ্য হক পুরোপুরি আদায় করা কোনো মানুষের পক্ষেই একা সম্ভব নয়। তাই মুমিনের একমাত্র করণীয় হলো—প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় সার্বক্ষণিক অনুশোচনা ও তওবার মন-মানসিকতা নিয়ে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সঁপে দেওয়া।

✵ আল্লাহর সুন্দর নাম 'আশ-শাকুর' (الشَّكُورُ)

➤ আশ-শাকুর নামের তাৎপর্য:

হে বরকতপ্রাপ্ত দ্বীনি ভাইয়েরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লাi উত্তম নামসমূহের (আসমাউল হুসনা) একটি নাম হলো 'আশ-শাকুর' (পরম কদরদান/কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী)।

তিনি এমন সত্তা, যিনি বান্দার সামান্য কাজের বিনিময়ে প্রচুর প্রতিদান দেন, অল্প আমলকেই কবুল করে নেন এবং তার ওপর মহা সওয়াব প্রদান করেন। তিনি একটি নেকির বিনিময়ে ১০ গুণ থেকে শুরু করে ৭০০ গুণ এবং এর চেয়েও বহুগুণ বেশি প্রতিদান দান করেন।

✷ **'আল-গফুর' ও 'আশ-শাকুর' নামের মেলবন্ধন**

➤ **ক্ষমা ও কদরদানির অপূর্ব সমন্বয়:**

"মহা পরাক্রমশালী ও মর্যাদাবান রব প্রায়শই তাঁর **'আশ-শাকুর'** নামটিকে **'আল-গফুর'** (পরম ক্ষমাশীল) নামের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেন।

আল্লাহ 'আল-গফুর' (পরম ক্ষমাশীল) ও 'আশ-শাকুর' (কদরদান)। তিনি একদিকে মানুষের যত বড় গুনাহই হোক তা ক্ষমা করে দেন, অন্যদিকে বান্দার সামান্যতম ভালো আমলেরও যথাযথ মূল্য ও পূর্ণ প্রতিদান দেন।

✷ **মহান রবের সুমহান মর্যাদা**

➤ **আশা ও আমলের প্রতিদান:**

সুতরাং মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি তাঁর কাছে আশা পোষণকারী কারো আশাকে কখনো নিরাশ করেন না এবং কোনো আমলকারীর আমলকে কখনো বিনষ্ট বা বৃথা যেতে দেন না।

✷ **শুকরগুজার বান্দা হওয়ার মাধ্যম:**

➤ **দোয়ার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার মর্যাদা অর্জন:**

হে মুসলিমগণ! যেসব উপায়ের মাধ্যমে বান্দা পরম কৃতজ্ঞ (শাকুর) বান্দার মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে, তার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো–আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

➤ **হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দোয়া:**

{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ} [النمل: ١٩]،

হে আমার রব! আমাকে সামর্থ ও তৌফিক দান করুন, যাতে আমি আপনার সেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন। (সূরা আন-নামল: ১৯)

➤ **মুআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে রাসূলুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -এর অসিয়ত:**

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].

মু'আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। তিনি বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ওয়াসিয়াত করছি, তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এ দু'আটি কখনো পরিহার করবে নাঃ ''আল্লাহুম্মা আঈন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা'' (অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম 'ইবাদাতে আমাকে সাহায্য করুন)। (আবু দাউদ: ১৫২২, নাসাঈ: ১৩০৩, আহমাদ: (৫/২৪৪), ইবনু খুযাইমাহ: ৭৫১)

✲ **শুকরগুজার হওয়ার বিভিন্ন উপায়**

➤ **নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান ও আলোচনা:**

"শুকর আদায়ের অন্যতম মাধ্যম হলো–আল্লাহর নেয়ামতসমূহের স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেগুলোর আলোচনা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: ٧]

আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেছিলেন: 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।' (সূরা ইবরাহীম: ৭)

➤ **শুকরিয়ার প্রভাব:** কৃতজ্ঞ আত্মা আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করে অতিরিক্ত ফজল লাভ করে। এজন্য শুকরিয়াকে বলা হয় 'আল-হাফিজ' (সংরক্ষণকারী)–যা বর্তমান নেয়ামতকে ধরে রাখে এবং হাতছাড়া নেয়ামতকে টেনে আনে।

➤ **প্রকৃত শুকরিয়া:** আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে তাঁর সন্তুষ্টির কাজে লাগানোই শুকরিয়া।

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الشُّكْرُ تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ

সালাফদের মতে: 'গুনাহ বর্জন করাই হলো শুকর।'

➤ **শুকর আদায়ের উপায়:** পার্থিব বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষের দিকে তাকালে আল্লাহর নেয়ামতকে অবহেলা করার প্রবণতা দূর হয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

'তোমরা তাদের দিকে তাকাও যারা তোমাদের চেয়ে নিচু পর্যায়ে রয়েছে, আর তাদের দিকে তাকিও না যারা তোমাদের চেয়ে ওপরের পর্যায়ে রয়েছে। কারণ এটিই তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ না মনে করার উপযুক্ত মাধ্যম। (বুখারী: ৬৪৯০, মুসলিম: ২৯৬৩, তিরমিযী: ২৫১৩, ইবনে মাজাহ: ৩৩৫৮)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা মহান কুরআনের মাধ্যমে আমার ও আপনাদের জীবনে বরকত দান করুন এবং এতে থাকা আয়াত ও প্রজ্ঞাময় জিকিরের দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন। আমি আমার এই কথা বলছি এবং আমার ও আপনাদের সকল গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁরই কাছে তওবা করছি। অতএব আপনারা তাঁর কাছে ক্ষমা চান এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসুন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা

الخطبة الثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى مِنْوَالِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ حَقَّ التَّقْوَى، وَرَاقِبُوهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, তাঁর সীমাহীন এহসান ও অনুগ্রহের ওপর; এবং তাঁরই সকল শুকরিয়া, তাঁর দানকৃত তৌফিক ও মেহেরবানির ওপর। আর সালাত (দরূদ) ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সন্তুষ্টির দিকে আহ্বানকারী আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবিগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা তাঁর আনীত দ্বীনের ওপর অবিচল থাকবেন তাঁদের সকলের ওপর।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো), গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বদা তাঁকেই পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে স্মরণে রাখো।

✷ **শুকরগুজার হওয়ার বিভিন্ন উপায়**

➤ **আখেরাতের কথা স্মরণ করানো:**

আর জেনে রাখো যে, একদিন তোমাদের সকলকে তাঁরই দরবারে সমবেত করা হবে।

✵ পানির নেয়ামত ও শুকরিয়ার তাগিদ

➤ পানির মহা নেয়ামতের স্মারক:

হে মুসলিমগণ! পানির অনায়াস প্রাপ্তি আল্লাহর এক মহান নেয়ামত। অথচ বিশ্বে বহু মানুষ একটু পানির খোঁজে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে থাকে।

➤ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর বান্দাদের ওপর এই নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরশাদ করেন:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ [الملك: ٣٠]

বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে তলিয়ে যায়, তবে কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহিত পানির ঝরনা? (সূরা আল-মুলক: ৩০)

✵ পানির অপচয় রোধ ও মধ্যপন্থা

➤ নেয়ামতের ব্যবহারে অপচয় বর্জন:

শুকরিয়ার পূর্ণতা হলো নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার ও অপচয় বর্জন করা। দান-সদকা ও ওযুর মতো ইবাদতেও যেখানে অপচয় নিষেধ, সেখানে অন্যান্য কাজে অপচয় কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

➤ কুরআন থেকে মধ্যপন্থার নির্দেশ:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان: ٦٧]

আর যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তাদের পন্থা হয় এ দুয়ের মধ্যবর্তী (মধ্যপন্থা)। (সূরা আল-ফুরকান: ৬৭)"

➤ ওযুতে সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে হাদীসের সতর্কতা:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ» [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ]

"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করলেন এবং অতঃপর বললেন: 'ওযু এভাবেই করতে হয়। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি বাড়াবে, সে অন্যায় করল, সীমা লঙ্ঘন করল এবং জুলুম করল। (আবু দাউদ: ১৩৫, নাসাঈ: ১৪০, ইবনে মাজাহ: ৪২২, আহমাদ: ৬৬৮৪)

✵ **বিদ্যুতের মহা নেয়ামত ও এর গুরুত্ব**

➤ **সাম্প্রতিক যুগের এক মহান অনুগ্রহ:**

"হে মুমিনগণ! সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আমাদের ওপর যেসকল মহান নেয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো বিদ্যুতের নেয়ামত ।"

➤ **জীবনযাত্রায় বিদ্যুতের প্রভাব:**

বিদ্যুৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবন, যোগাযোগ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে সচল রাখে । তাই মাত্র এক ঘণ্টার বিদ্যুৎ বিভ্রাটও পুরো জীবন ও কাজকর্মকে স্থবির করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ।

➤ **অভ্যস্ততার কারণে নেয়ামত ভুলে থাকা:**

বান্দা যখন কোনো নেয়ামতে অভ্যস্থ হয়ে যায়, তখন সেটির প্রতি তার অনুভূতির গভীরতা কমে যায়; কিন্তু যখন তা হাতছাড়া বা হারিয়ে যায়, তখনই কেবল সেটির প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা যায় ।

✵ **অপচয় বর্জন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সচেতনতা**

➤ **বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় ও উদাসীনতা:**

বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদাসীনতা ও অপচয় করা অত্যন্ত নিন্দনীয় । দিন-রাত অহেতুক লাইট-ফ্যান বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালু রাখা একধরনের গাফিলতি ।

➤ **সম্পদ অপচয়ের ব্যাপারে হাদীসের কঠোর নিষেধাজ্ঞা:**

"মুগিরা ইবনে শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ].

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়কে অপছন্দ করেছেন:

১. অনর্থক বা ভিত্তিহীন কথা বলা ও রটানো (ক্বীলা ওয়া ক্বাল),

২. সম্পদ অপচয় করা, এবং

৩. অহেতুক বা অতিরিক্ত প্রশ্ন করা । (বুখারী: ৫৯৭৫, মুসলিম: ৫৯৩)

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْكُوَيْتَ وَأَهْلَهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظْ إِخْوَتَنَا الْقَائِمِينَ عَلَى أَمْنِ

الْبِلَادِ، وَثَبِّتِ الْأَرْضَ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَوَاصِيهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة

✷ মুনাজাত ও অন্তরের শুভকামনা

➤ ঈমান সুদৃঢ়করণ ও পাপাচার বর্জনের দোয়া:

হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দিন। আর কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের কাছে ঘৃণ্য করে দিন এবং আমাদের সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

➤ ইসলাম ও মুসলিমদের পরাক্রমশালী করার আবেদন:

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করুন।

✷ দেশের নিরাপত্তা, নিরাপত্তা বাহিনী ও রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য দোয়া

➤ কুয়েত ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা:

হে আল্লাহ! আপনি কুয়েত ও তার অধিবাসীদের যাবতীয় অনিষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করুন। এই দেশকে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোকে শান্তিময় ও নিরাপদ রাখুন।

➤ দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিতদের জন্য খাস দোয়া:

হে আল্লাহ! দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদের ভাইদের আপনি হেফাজত করুন এবং তাঁদের পদযুগল সুদৃঢ় রাখুন।

➤ রাষ্ট্রপ্রধান (আমীর) ও যুবরাজের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা:

হে আল্লাহ! আমাদের আমীর এবং যুবরাজকে সেই কাজের তৌফিক দান করুন যা আপনি পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, আর তাঁদেরকে সৎকর্ম ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন।

➤ সর্বশেষ আহ্বান:

আমাদের শেষ কথা হলো–সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহর জন্য।

খুতবা প্রস্তুতকারক সংস্থা: জুমার নামাযের আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি